দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 30 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

জাবির তৃতীয় সমাবর্তনে শত শত ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত

জাবি সংবাদদাতা॥ আমন্ত্রণপত্র বিতরণে বিশৃঙ্খলার কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তনে শত শত ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এসব ছাত্রছাত্রী নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করেও এখন পর্যন্ত আমন্ত্রণ পায়নি। শনিবার আমন্ত্রণপত্র না পাওয়া শতাধিক ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসে আমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করতে গেলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তার দায়িত্বহীনতার কারণে তাদের আমন্ত্রণপত্র না নিয়েই ফিরতে হয়েছে। ফলে তাদের অনেকের পক্ষেই রেজিস্ট্রেশন করার পরও সমাবর্তনে অংশ নেয়া সম্ভব হবে না। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছে, দূরের এবং কর্মস্থলে ব্যস্ততার কারণে ছুটির দিনের পরে সমাবর্তনের আগে ক্যাম্পাসে আসা সম্ভব হবে না, এমন কিছু ছাত্রছাত্রীর বিশেষ ব্যবস্থায় আমন্ত্রণপত্র বিতরণের জন্য উপাচার্য নির্দেশ দিলেও তা পালন করেননি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) আবু বকর সিদ্দিক। অবশ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এই কর্মকর্তা ভুক্তভোগীদের আমন্ত্রণপত্র না দিলেও দাবি করেছেন, সমাবর্তনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বর মাসে তৃতীয় সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশনের কাজ শেষ হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের এক সপ্তাহ আগেই রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সবার কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী রেজিস্ট্রেশন করার পরও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ডাকযোগে আমন্ত্রণপত্র পায়নি। তারা শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ভিড় জমায় আমন্ত্রণপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং সমাবর্তনের গাউন সংগ্রহের জন্য। কিন্তু কর্তব্যরত কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক এসব ছাত্রছাত্রীকে ৩১ জানুয়ারি আসলে ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে বলে জানান এবং এই মুহূর্তে কোন অবস্থাতেই আমন্ত্রণপত্রসহ অন্য কিছু দেয়া সম্ভব হবে না বলে জানান। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বরগুনা, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নড়াইল প্রভৃতি দূরের এলাকা থেকে এসেছে অনেক শিক্ষার্থী। সরকারী ছুটির সুযোগে তারা এসেছে। তাদের প্রায় সবাইকে রবিবার নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগ দিতে হবে। শনিবার ফিরে যাওয়ার পর তাদের পক্ষে সমাবর্তনের আগে আসা সম্ভব নয়। এ কারণে তারা অনুনয়-বিনয় করলেও এই কর্মকর্তা কোন গুরুত্বই দেননি। পরে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুস্তাহিদুর রহমানের নজরে আনা হলে তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় এসব শিক্ষার্থীকে আমন্ত্রণপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং গাউন দেয়ার নির্দেশ দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেননি। অনেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে যায়। এদের অনেকেই সমাবর্তনে অংশ নিতে পারবে না।